Joseph Addison

Born 1672, Milston, Wiltshire

Died 1719, London

Nationality English

Occupation Writer and politician

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

এডিসন

জোসেফ এডিসন ছিলেন তাঁর সময়কালের সেরা কবি ও নাট্যকার কিন্তু পাঠককুলের নিকটে তিনি কবি ও নাট্যকারের চাইতে প্রাবন্ধিক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। জোসেফ এডিসনের জন্ম ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন একজন যাজকের পুত্র, অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছেন। কবিতা রচনা করেছেন ল্যাটিন ভাষায়। ১৬৯৯ থেকে ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পুরো মহাদেশ ভ্রমণ করেছেন।

এডিসন শেষাবধি পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ রচনায় নিজেকে মানানসই করে তোলেন। রাজনৈতিক নানা প্রচারপত্রের কর্মও এডিসনের ওপর আরোপিত হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি তিনি পত্রপত্রিকায়ও নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। এডিসন রিচার্ড স্টিলের সাথে একত্রিত হয়ে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। স্পেক্টেটর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্টিল। 'স্পেকটেটর' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকায় কম করে হলেও তাঁর ২৭৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মোট কথা স্টিল ও এডিসন দুজনের প্রবন্ধাবলীতে অষ্টাদশ শতকের জীবন যাত্রার সত্যিকার বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। নানা শ্রেণির মানুষের চরিত্র চিত্রণে এডিসন খুবই দক্ষ ছিলেন, যার প্রমাণ "স্যার রজার" চরিত্রটি। এডিসন সৃষ্ট একটি ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র হচ্ছে স্যার রজার। পুরো কাল্পনিক একটি চরিত্র। সহজ সরল গ্রাম্য নাইট, কিছুটা আত্মভোলা, মানুষের সুখদুঃখের সাথী। ধর্মাচরণ আর নীতিরক্ষার প্রতি তাঁর রয়েছে যথেষ্ট নিষ্ঠা। স্যার রজার নামক এ চরিত্রটিকে নিয়ে নানা বিচিত্র স্বাদের প্রবন্ধ রচনা করেছেন এডিসন। মোট কথা মানবিক চরিত্র চিত্রণে এডিসন যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

১৭১৯ সালে এই মহান লেখক লোকান্তরিত হন।

স্টিলী

সহানুভূতিশীল, উদ্যোগী, সদালাপী, ভবিষ্যৎ-উদাসী রিচার্ড স্টিলী ছিলেন ডাবলিনের এক আইনজ্ঞের পুত্র। মাত্র সাত বছর বয়সেই তিনি পিতাকে হারান। কোনো ঝোঁকের পরিণতি কী হবে, তা না ভেবেই স্টিলী সব সময় ঝোঁকের বশেই কাজ করতেন। বয়েনের যুদ্ধ চলাকালে, যুদ্ধ উন্মাদনায় তাড়িত স্টিলী, সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভে ব্যর্থ স্টিলী, কোল্ডস্ট্রিম গার্ড বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর পিতৃব্য তাতে স্টিলের উপর ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে স্টিলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এখানে, নিম্নপদ থেকে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন এবং তাঁর কর্নেলের সচিব হন। ১৭০৭ সালে তিনি সরকারি পত্রিকা 'দি লন্ডন গ্যাজেট"-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৭০৯ সালে 'ট্যাটলার' পত্রিকা প্রকাশ করেন, পরে 'স্পেকটেটর' ও 'গার্ডিয়ান' প্রকাশ করেন। ১৭২৯ সালে তিনি মারা যান।

কালপঞ্জি

১৭০১ — 'দি ক্রিশ্চিয়ান হিরো'
১৭০২ — 'দি ফিউনারাল'
১৭০৩ — 'দি টেম্ভার হাজব্যান্ড'
১৭০৪ — 'দি লাইং লাভার'
১৭২১ — 'দি কনসাচ লাভার্স'

The Spectator's Account Himself

অনুবাদ: ড. রুহুল আমীন

শব্দার্থ

peruse – পড়া বা পাঠ করা
choleric – বদমেজাজি
disposition – স্বভাব
conduce – উপকার করা, সাহায্য করা
gratify – সন্তুষ্ট করা
prefatory – সূচনামূলক
hereditary – উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া
ditches – ডোবা
acquisition – অর্জন
presaged – পূর্ব কথিত
interpretation – ব্যাখ্যা
gravity – গাম্ভীর্য
rattle – গটগট শব্দ করা
infancy – শৈশবকাল
sullen – গম্ভীর প্রকৃতির
distinguished – ভিন্ন, পৃথক
profound – গভীর
diligence – শ্রম
acquainted– পরিচিত
resolved – সিদ্ধান্ত নিয়েছিল
controversy – মতানৈক্য
antiquities – প্রাচীন নিদর্শনমূলক বস্তু
will's – কফি হাউজের নাম
child's – কফি হাউজের নাম
Post-Man – একটি পত্রিকার নাম
Cocoa Tree – কফি হাউজের নাম
cluster – গুচ্ছ
spectator – দর্শক
species – প্রজাতি
speculative – চিন্তামূলক
discern – অনুমান করা, চিন্তা করা
espoused – প্রেম বা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া
neutrality – নিরপেক্ষতা
insert – ঢুকানো
taciturnity – মৌনতা, মিতভাষিতা
inclination – ঝোঁক, প্রবণতা
contemporaries – সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ
summoned – ডেকে পাঠানো
embellishment – সাজ, জৌলুস
civilities – ভদ্রতা
intimated – জানানো হয়েছে এমন
complexion – গায়ের রং।

মূল প্রবন্ধ

লক্ষ করেছি, পাঠক সাধারণত কোনো বইয়ের রচয়িতা কালো কি ধলো, শান্ত কি অশান্ত স্বভাবের, বিবাহিত কি অবিবাহিত এ যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় না জেনে তার রচিত বইটি পড়তে খুব আগ্রহ বোধ করে না, রচয়িতাকে ভালোভাবে না জেনে রচনা পাঠে আগ্রহী হয় না। পাঠকের এই স্বাভাবিক কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যেই বর্তমান নিবন্ধটির পরিকল্পনা করেছি এবং এতে আমি অনেকের কথা বলব যারা গোটা রচনা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। সঙ্কলন ও সম্পাদনার মতো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই যেহেতু আমি নিজেই, অতএব সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার বৃত্তান্ত আমার ভূমিকার ইতিহাস দিয়ে শুরু করা যুক্তিযুক্ত হবে বোধ হয়।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি ছোট্ট এক সম্পত্তির মালিক ছিলাম যা গ্রামের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী

নর্মান সম্রাট উইলিয়ামের সময় থেকে গত ছয়শ বছর ঝোপ খন্দে বেষ্টিত হয়ে পিতা থেকে পুত্রের হাতে চলে আসছে। গত ছয়শ বছরে এর সঙ্গে আর এক খণ্ড জমিও যোগ হয়নি, বিয়োগও হয়নি। পরিবারে একটা প্রচলিত গল্প আছে: আমার জন্মের আগে আমার মা স্বপ্নে দেখে ছিলেন, তার সন্তান বিচারক হবে। সম্ভবত আমার পিতা বিচারক ছিলেন বলে বা পরিবারে তখন জমিজমা সংক্রান্ত একটা মামলা চলছিল সে কারণে আমার মা সে স্বপ্নটি দেখে থাকবেন। ঠিক কোনো কারণে স্বপ্নটি দেখেছিলেন তিনি তা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর এমন পূর্বকথনের কোনো মহিমা আছে বলে বিশ্বাস করি না যদিও আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যাই প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিশুকাল থেকেই আমার আচরণের গাম্ভীর্য আমার মার স্বপ্নের ব্যাখ্যার পক্ষেই যেত: কারণ আমার মাত্র দু'মাস বয়সেই আমি আমার সামনে থেকে একটা ঝুমঝুম শব্দ করা, আর একটা টুনটুন শব্দ করা খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম এবং টুনটুন শব্দ করা ঘণ্টাটি না খুলে দেয়া পর্যন্ত সেটি আর কোনোদিনও ছুঁয়ে দেখিনি। এ গল্প মা আমাকে প্রায়ই শোনাতেন।

আমার ছেলেবেলায় আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি, তাই ছেলেবেলা সম্বন্ধে আমি নীরবই থাকব বরং। মনে পড়ে, শৈশবে আমি বেশ গম্ভীর প্রকৃতির ছিলাম কিন্তু শিক্ষকদের বেশ প্রিয় ছিলাম, তাঁরা প্রায়ই বলতেন, বড়ো হলেও আমার চারিত্রিক দৃঢ়তা এমনই থেকে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি খুব বেশি দিন পড়াশোনা করিনি, মাত্র আট বছর সময়ে, বিতর্ক সভা ছাড়া কোথাও আমি তেমন কোনো কথাই বলতাম না তাতেই মিতবাক হিসেবে আমি পরিচিত হয়ে যাই। আমি কদাচিৎ একশটা শব্দের বেশি উচ্চারণ করেছি, আমার মনে পড়ে না আমার সারাজীবনে আমি এক সাথে কখনো তিনটে বাক্য উচ্চারণ করেছি। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এত সনিষ্ঠ পাঠক ছিলাম যে, ল্যাটিন, গ্রিক ভাষায় বা ইংরেজি ভাষায় রচিত কোনো বিখ্যাত বই আমার পাঠ তালিকা বহির্ভূত থাকেনি।

আমার বাবার মৃত্যুর পর, আমি পরিব্রাজক হবো ঠিক করলাম, তাই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলাম এবং নেহাৎ অপরিচিত জনের মতো দেশ ঘুরতে লাগলাম, যদিও বিদ্যাবুদ্ধি ভালোই ছিল আমার কিন্তু তা জাহির করার মতো সুযোগ কমই ছিল। জ্ঞানের এক অতৃপ্ত বাসনা আমাকে সারা ইউরোপ তাড়িয়ে ফেরায়। যেখানেই নতুন বা অদ্ভুত কিছু দেখতাম সেখানেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম। শুধু তাই নয়। আমার এতই কৌতূহল ছিল যে, প্রাচীন মিশরের পুরাকীর্তি নিয়ে কিছু বিতর্কিত বিষয়ে গুণীজনের মতো পার্থক্যের বিবরণ পড়ে, আমি নিজেই একদিন মিশরে পাড়ি জমালাম, স্বচক্ষে পিরামিড দেখার জন্য। আমি যখন চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করলাম তখন তৃপ্ত মনে স্বদেশে ফিরলাম।

জীবনের পরবর্তী বছরগুলো আমি এই নগরীতেই কাটিয়েছি, জন সমাবেশে আমাকে অনেক দেখা গেলেও আমার নির্বাচিত বন্ধু এখানে পাঁচ ছয় জনের বেশি নয়; যাঁরা আমাকে চেনেন। তাঁদের সম্বন্ধে পরবর্তী কোনো নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। সাধারণ জন সমাবেশের এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আমি যাই না; কখনো কখনো আমি 'উইলসের' মতো কফি হাউজের রাজনৈতিক বিতর্কের আসরেও নাক গলাই, গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই বৃত্তাকার সমাবেশের বিতর্ক শুনি। কখনো 'চাইল্ডস' কফি হাউজে পাইপ টানি, 'ডাকপিয়ন' পত্রিকার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকলেও প্রত্যেক টেবিলের চলমান বিতর্ক উৎকর্ণ হয়ে শুনি। প্রতি রোববার সন্ধ্যায় 'সেন্ট জেমস' কফি হাউজের আড্ডায় সমবেত হই, কখনো কখনো ভেতরের রুমে রাজনৈতিক বিতর্কের আসরে সামিল হই, রাজনৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার আশায়। একইভাবে 'কোকো-ট্রী' কফি হাউজে, ড্রুরি লেন ও হে-মার্কেটের থিয়েটার হলেও আমার সমান যাতায়াত। গত দশ বছর ধরে স্টক এক্সচেঞ্জেও আমার যাতায়াত আছে, যাতায়াত আছে 'জোনাথন' কফি হাউজে স্টক কর্মীদের মধ্যেও, দেখা হয় কোনো ইহুদি কর্মীর সঙ্গে। এক কথায়, যে কোনো জন সমাবেশে আমি মানুষের সঙ্গে মিশি, যদিও আমার সংঘ ছাড়া কোথাও মুখ খুলি না।

এভাবেই জীবন চলে আমার, মানবাচরণের দর্শক হিসেবে বেশি, মানব প্রজাতির একজন হিসেবে কম, যার অর্থ দাঁড়ায় আমি একজন ভাবুক মানুষ হিসেবেই নিজেকে গড়ে তুলেছি; একজন ভাবুক রাষ্ট্র চিন্তক, সৈনিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছি, কখনো বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাস্তব কোনো কর্মে নিজেকে না জড়িয়ে। একজন স্বামীর বা একজন পিতার দায়িত্ব

সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন এবং ব্যবসা, অর্থনীতি বা অন্য যে কোনো বিষয়ের ত্রুটি বিচ্যুতিও সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সচেতন। বলা যায় যারা এসব বিষয়ে সরাসরি জড়িত তাদের চেয়েও ভালোভাবে সচেতন। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই, কোনো কোনো সহিংসতায় আমি নেই। আমি রাজনীতিতে দৃঢ়ভাবেই নিরপেক্ষ থাকতে চাই। হুইগ, টোরী ইত্যা দল থেকেই নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাই ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দল আমাকে ব প্রয়োগে দল গ্রহণে বাধ্য না করে। সংক্ষেপে, সারা জীবন আমি জীবনের সব বিষয়েই নর্থ থেকেছি এই পত্রিকাটিরও সেই নিরপেক্ষতা আমি ধরে রাখতে চাই।

পাঠকদের আমি আমার জীবন কাহিনি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত বিষদ আলোচনা কর বুঝালাম এ কারণে যে আমার প্রার্থীত কর্তব্যটির জন্য আমি যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তা মোটেও নয় আমার জীবনের অন্যান্য দিক ও দুঃসাহসিক কাজের বর্ণনা অন্য উপলক্ষে এই পত্রিকাটিতেই ক্রম বর্ণনা করব। আমার দর্শন, শ্রবণ ও পঠন লব্ধ জ্ঞান প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা; আমার মৌনতা যেহেতু সব খুলে বলার, সময় বা প্রবণতা আমার কোনোটাই নেই, আমি সেগুলো সব লিখে প্রকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সম্ভব হলে মৃত্যুর আগেই তা প্রকাশ করে যাব। বন্ধুরা আমাকে প্রায় আমার না বলা কথাগুলো বলার জন্য অনুরোধ করে। এ কারণে আমি ঠিক করেছি, প্রতিদিন সকালে আমার এসব চিন্তায় পূর্ণ একটা পাতা প্রকাশ করব, আমার সমসাময়িকদের কল্যাণে এবং এর মাধ্যমে আমি যদি আমার দেশের কল্যাণ করতে পারি তাহলে মরে গিয়েও আমি মনে কর আমার জীবন বৃথা যায়নি।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা এতক্ষণ আমি বলিনি বহু কারণে কিছুকাল তা আমি গোপন রাখব; সেগুলো হচ্ছে আমার নাম, আমার বয়স এবং আমার বাসস্থান। অবশ্য স্বীকার করব, আমি পাঠকদেরকে যৌক্তিক বিষয়েই উদ্বুদ্ধ করব। এই তিনটি বিষয় আপাতত গোপন রাখব যদিও বিষয় তিনটি আমার পত্রিকায় অলঙ্কারই হবে, তবুও এই বিষয় তিনটিকে এখনই জনসমক্ষে আনব কি ঠিক করতে পারছি না।

বিষয়গুলো আমাকে, আমার চারপাশে বিদ্যমান বহু বছরের দুর্বোধ্যতার ধুম্রজাল মুক্ত করবে অবশ্যই এবং আমি হয়তো অনেক সম্মান, অভিনন্দন পাবো; বরাবরই আমি যা এড়িয়ে চলেছি। আমার কাছে সবচেয়ে যাতনার বিষয় হচ্ছে, অনেক মানুষ যখন আমার সাথে কথা বলে বা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর এ কারণেই আমি আমাকে সব সময়ই লুকিয়ে রাখি, সে জন্য আমি যে কাজের অগ্রগতি তদারকি করি তাতে খুব বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না অবশ্য।

এভাবে আমি আমার প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছি। আগামীকালকের কাগজে আমার সাথে এ উদ্যোগে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত বর্ণন দেবো। ইতিপূর্বে আমার যাবতীয় কর্ম পরিকল্পনায় (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) আমার সম্মতি পেশ করেছি। যা হোক, আমার বন্ধুরা যখন আমাকে নেতৃত্ব দিয়েছেনই, যাঁরা কোনো প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান তাঁরা পত্রিকাটির প্রকাশক মি. বাকলির 'লিটল বৃটেনের' ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। পাঠকদের আমি আরো অবহিত করছি, যদিও আমাদের সংগঠনের সম্মেলন শুধু মাত্র মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় তবুও আমরা প্রতি রাতে সম্মিলিত হবার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত করেছি, তাঁরা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সবগুলো লেখা খুঁটিয়ে দেখবেন, যাতে জনকল্যাণ সুনিশ্চিত হয়।

সারসংক্ষেপ

এডিসন 'স্পেকটেটর' পত্রিকাটির সূচনা পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন বর্তমান নিবন্ধটিতে। তাঁর ব্যক্তি জীবন বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করে, জীবনে সব বিষয়ে কঠোর নিরপেক্ষতার কথা বলে এডিসন বুঝাতে চান একটা পত্রিকা কতটা নিরপেক্ষ থাকা উচিত। তিনি মনে করেন, নিরপেক্ষ থাকলেই একটি পত্রিকা পাঠকদের নৈতিক উৎকর্ষ ও আচরণিক শুদ্ধতা অর্জনে সহায়ক হয়।

Of the Club

অনুবাদ: খুররম হোসাইন

মূল প্রবন্ধ

শুক্রবার, মার্চ ২, ১৭১০-১১

"কম করে হলেও ছয়ের অধিকজনের স্বরের ঐকতান ঘটা উচিত"
–জুভেনাল : রোমান বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচয়িতা।

এই সামাজিক সংগঠনের প্রথম সদস্য পদের অধিকারী যিনি তিনি ওরচেস্টার শায়ারের প্রাচীন বনেদি বংশের এক ভদ্রলোক। ছোটোখাটো পেটি জমিদার, নাম স্যর রজার ডি কভারলি। তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন একটি গ্রাম্য নৃত্যের প্রচলন করেছিলেন যে নৃত্যের নামকরণ হয়েছে তাঁর নামেই। ঐ পল্লী এলাকাটা সম্পর্কে যাদের মোটামুটি চেনাজানা আছে তারা সবাই স্যর রজারের বুদ্ধিমত্তা আর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানেন। আচার আচরণে স্যর রজার একজন নিরেট ভদ্রজন। তাঁর এই ভদ্রতার মূলে রয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনার দিকটি আর সেটা সারা পৃথিবী যেটা মেনে চলে সম্পূর্ণ তার বিপরীত, আর তিনিই কেবল মাত্র মনে করেন যে পুরো জগৎটাই ভ্রান্ত ধারণার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মোটকথা তাঁর এমন ধারণার কারণে তাঁর প্রতি কেউ বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না, কারণ তাঁর আচার আচরণে কখনোই বিরাগ কিংবা উষ্মার ভাব প্রকাশ পায় না। আর তিনি প্রচলিত কোনো আচার আচরণ কিংবা বিশ্বাসে নিজেকে না জড়ানোর কারণে তিনি সবার কাছ থেকে শ্রদ্ধা লাভ করে থাকেন, সবাই তাঁর এ চারিত্রিক দিকটাকে অন্তর থেকেই গ্রহণ করে। তিনি যখন শহরে থাকেন তখন তিনি সোহো স্কয়ারে অবস্থান করেন। লোকজন কানাকানি করে যে, তিনি যৌবনে তাঁরই পাশের গ্রামের এক সুন্দরী বিধবার প্রেমে পড়ে ব্যর্থ হয়ে চিরকুমার জীবন বেছে নিয়েছেন। এই প্রেমঘটিত বিষয়টি ঘটার আগে স্যর রজার খুবই ছিমছাম সহজ সরল একজন ভদ্র মানুষ ছিলেন। সে সময় তিনি প্রায়ই লর্ড রচেস্টার আর স্যর জর্জ এথেরাজের সাথে একত্রে নৈশভোজের নিমন্ত্রণে মিলিত হতেন। শহরে এসে প্রথমেই তিনি এক ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে যান আর বুলিডওসন নামে একজন তাকে যুবাবালক বলাতে তাকে তিনি সবার সামনে কফি হাউস হতে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। আর সেই সুন্দরী বিধবার নিকট হতে ভালোবাসার কোনোরূপ আশ্বাস না পেয়ে তিনি প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ লোকসমাজ হতে দূরে নিরিবিলি জীবন যাপন করেন খুবই মন ভারি করা অবস্থায়। কিন্তু মনটা থাকত সদা ফুরফুরে, কারণ এটাই তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে ছিল, ক্রমে তাঁর এ মন মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, একেবারেই উদাসীন হয়ে যান, দামী পোশাক পরাও ছেড়ে দেন। সে সময় তিনি তাঁর সময়ের রীতি অনুযায়ী কোটের উপর শুধুমাত্র একটি আঁটসাঁট হাতা বিহীন কটি পরে থাকতেন। আর প্রায়ই এটা নিয়ে কৌতুক করে বলতেন এ জীবনে তিনি মাত্র বারোটি বার শরীর থেকে এই পোশাকটি খুলে রেখেছেন। স্যর রজারের বর্তমান বয়স ছাপ্পান্ন, খুবই হালকা, ফুরফুরে মেজাজের হাসি খুশি মানুষ, গ্রাম ও শহরের দুটো জায়গাতেই তাঁর আভিজাত্যে মোড়া বাড়ি আছে, মানুষকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর মাঝে এমন একটি আনন্দ সর্বদা বিরাজ করে যার কারণে তিনি কারো কাছে দেবতুল্য পূজনীয় মানুষ নন, কিন্তু সবার ভালোবাসা আছে তাঁর জন্য। তাঁর জায়গার ভাড়াটে যারা তারা ক্রমেই ধনী হতে থাকে, তাঁর গৃহের চাকরবাকরেরা নিরুপদ্রব জীবন কাটায়, সব যুবতীরা তাঁর প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায় আর যুবক ছেলেরা তাঁকে কাছে পেলে নিজেদেরকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করে। তিনি যখন নিজের কোনো বাসা বাড়িতে আগমন করেন তখন তিনি সে বাসার চাকরবাকরদের নাম ধরে ডাকতে থাকেন আর চাকরবাকদের সাথে কপোপকথন চালাতে চালাতেই তিনি দোতলায় উঠে যান। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, তিনি গ্রাম্য বিচারালয়ের একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি তাঁর নিজেরই যোগ্যতার গুণে এ পদটি বজায় রাখতে পেরেছেন। মাস তিনেক পূর্বে তিনি বন্যজন্তু রক্ষার ব্যাপারে আইনের একটি অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রদান করে যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ক্ষমতা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে আরেকজন ভদ্রলোক আমাদের সংঘের সদস্য। তিনিও এক চিরকুমার এবং আদালতের আইনজীবী গ্রুপের সদস্য। যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং বিচার বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ নীতির প্রশ্নে আপোশহীন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের বাসা বাড়িটি নির্ধারিত করেছেন গির্জার এক যাজকের পরামর্শ মোতাবেক, নিজের মনের ইচ্ছে পূরণের জন্য নয়। আর ওনাকে সেখানে অবস্থান করানো হয়েছিল সম্পত্তি বিষয়ক আইন অধ্যয়ন করার জন্য আর অন্য সবার চাইতে এই আইনে তিনি বিশেষভাবে জানাশোনা। দার্শনিক লিটলটন আর কোকের চাইতে তিনি লঙ্গিনাস আর অ্যারিস্টটলের দিকটি ভালো অনুধাবন করতে পারতেন। গির্জার যাজক তাঁর অঞ্চলের জমিজমার ভাড়া এবং বিবাহজনিত যত ব্যাপার স্যাপার সবই তাকে জানাতেন। আর এসব ব্যাপারে তিনি নিজেকে সরাসরি জড়িত করতেন একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর সহায়তা নিয়ে এসব বিষয়গুলোর নি ত্তি করতেন। ডেমোস্থেনেস আর তুলির প্রামাণ্য যুক্তি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জানাশোনা। কিন্তু আমাদের এই গ্রাম্য আদালতের কোনো একটি কেস এর খবরও তিনি রাখেন না। সবাই তাঁকে বিশেষ করে সাধারণ মানুষেরা তাঁকে পাটোয়ারি বুদ্ধির মানুষ ভাবলেও তিনি আদালতে জেরার ক্ষেত্রে বড়োই দক্ষ এটা প্রমাণিত ছিল সবার নিকট। তিনি যে সব পুস্তক পছন্দ করেন সে সব বই এ সময়ে একেবারেই অচল। অনেক পড়াশোনা করেন তিনি কিন্তু আমল করেন কম। পুরোনো সভ্যতার ইতিহাস, প্রাচীন নানা প্রথা বিষয়ক পড়াশুনাটাই তাঁকে আধুনিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে কিছুটা অন্তরালের দর্শকে পরিণত করেছে। তিনি একজন দক্ষ সমালোচক, তাঁর সমালোচনার ক্ষেত্র হচ্ছে মঞ্চ নাটক, নাটক প্রিয় মানুষ তিনি, ঠিক পাঁচটায় নিউ ইন বরাবর পাড়ি দিয়ে, রাসেল কোর্ট পার হয়ে নাটক শুরু হওয়ার বেশ আগেই তিনি নাট্যশালায় পৌছে যান; পায়ের জুতোটা চকচকে বার্নিশ করা এবং মাথার পরচুলায় পাউডার মাখেন। তিনি দর্শকদের মাঝে বসে থাকলে সেটা সবচাইতে নিশ্চিত একটা ব্যাপার কারণ নাটকের অভিনেতাগণ চেষ্টা করেন তাঁকে খুশি করার জন্য।

এবার বিবেচনায় আনতে পারি আমাদের সংঘের অন্য এক সদস্য স্যার এন্ড্রু ফ্রিপোর্টকে, লন্ডন শহরের একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী, অক্লান্তকর্মী, প্রচুর মনোবল এবং বহু অভিজ্ঞতার অধিকারী। ব্যাবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি খুবই মহতী আর উদার মনোভাবাপন্ন (অবশ্যই প্রত্যেকটি ধনবান ব্যক্তির মাঝেই কিছুটা চাতুরালি পরিলক্ষিত হয় আর এ বিষয়টা ধনবান হওয়া কিংবা না হওয়ার মাঝে কোনো ব্যবধান তৈরি করে না) তিনি সমুদ্রকে মনে করেন বৃটিশদের আওতাভুক্ত এলাকা। এই সামুদ্রিক দিকের সব খবরাখবর তাঁর জানা, তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, অস্ত্রের শক্তি দ্বারা কোনো এলাকা জোর করে দখল করাটা এক ধরণের আহাম্মকী। তিনি মনে করেন আসল ক্ষমতা আইন হতে পারে শিল্প স্থাপন এবং তার মাঝে নিজের শ্রম ঢেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে। তাঁর মতে, আমাদের জাতি যদি এ বিষয়টা সঠিক অনুধাবন করে কাজে লাগাত তাহলে আমরা অনেক সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হতাম। আমি তাকে এটা প্রমাণ সহকারে বলতে শুনেছি যে, শ্রম দান করলে বীরত্ব প্রদানের চাইতেও বেশি অর্জন আসে আর অস্ত্রের চাইতে বেশি ধ্বংস আনে আলস্যগত দিকটি, এতে অনেক জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিনি নানারকম প্রবাদ প্রবচনে আস্থা রাখতেন, এর একটি হচ্ছে "এক পয়সা বাঁচানো মানেই একটি পয়সা আয় করা" একজন বুদ্ধিজীবীর চাইতে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গ অনেক মঙ্গলজনক, তাঁর সমালোচনায় কোনো গলদ না থাকাতে আমাদের সেগুলো পুলকিত করে। তিনি নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিয়েছেন, তাঁর মতে তিনি যেমন ধনী হয়েছেন নিজ প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ড তার মতো কর্ম করে গেলে জগতের মাঝে ধনী হিসেবে পরিচিত হবে। শেষে তাঁর সম্পর্কে এটা বলা যায় যে, তিনি যে জাহাজের নাবিক এটা নিশ্চিত যে, সে জাহাজ কোনো রকম দিক দর্শন যন্ত্র ছাড়াই নিরাপদে বন্দরে এসে ভিড়বে।

স্যার এন্ড্রুর পর আমাদের ক্লাবের কক্ষে আসন নেন ক্যাপ্টেন সেন্ট্রি।.খুবই সাহসী ভদ্রলোক, বিচার বিবেচনা ভালো এবং অতিমাত্রায় ভদ্র মানুষ। তিনি সেই দলের মানুষ যারা মানুষের কাছ থেকে অনেক সম্মান দাবি করতে পারে কিন্তু নিজেদের পাণ্ডিত্য অন্যের সামনে জাহির করতে লজ্জাবোধ করেন। বেশ ক'বছর তিনি ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কয়েকটি অভিযান এবং যুদ্ধে খুবই বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। নিজের একটা জমিদারি ছিল আর তিনি স্যার রজারের পরবর্তী স্থান দখলকারী এমন সম্ভাবনা

থাকার পরও তিনি সে সব হতে সরে এলেন, যে জায়গায় তাঁর মতো মেধাসম্পন্ন পণ্ডিতজন আর দ্বিতীয়টি ছিল না। আমি প্রায়ই তাঁকে দুঃখ করে বলতে শুনেছি যে, যে পেশাতে মেধাকে খাটো চোখে দেখা হয় সেখানে তো শুধু নির্লজ্জতারই একচ্ছত্র রাজত্ব। তিনি কখনো কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। তাঁর কথাবার্তায় মনে হতো তিনি এই ক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন, তাঁর মতে তিনি এখানে উপযুক্ত নন। তিনি বলেন তাঁর কাছে কাউকে আসতে হলে অনেক বাধা বিপত্তি পাড় হয়ে আসতে হবে আর তাকেও অন্যের কাছে যেতে তেমনি নানা বাধা বিঘ্ন পেরুতে হবে। সবশেষে তাঁর মন্তব্য এটাই যে, যিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান তাঁকে সব রকম ছলচাতুরীর উর্ধ্বে অবস্থান করতে হবে আর নিজের যে সহায়তাকারী তাকেও চাতুরালি হতে সরিয়ে রাখতে হবে। সেনাবাহিনীতে সবচাইতে বড়ো বোকামি হলো কেউ যদি আক্রমণ চালাতে বিলম্ব করে, আর একই রকম ব্যাপার হচ্ছে কেউ যদি সমাজে তাঁর যেটুকু প্রাপ্য সেটা দাবি করতে দ্বিধা সংকোচে ভোগে তাহলেও সেটাও কোনো পৌরুষের কর্ম নয়। এমনি করেই তিনি অতি সহজ করে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। সেনাবাহিনীর জীবন যাত্রা তাঁকে অনেক দীক্ষা প্রদান করেছে, অনেক অভিযানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে এ কারণেই নিজস্ব মতামত প্রকাশে তিনি কোনো দ্বিধা সংকোচে ভোগেন না। যারা তাঁর চাইতে নিম্নে অবস্থান করে, তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করতে তিনি ক্লান্তিহীন আর সে রকমই যারা তাঁর উপরের স্তরে অবস্থান করে তাদেরকে সম্মান দেখানোর ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো দ্বিধা নেই।

কিন্তু বর্তমান সময়ে বীর এবং আনন্দদানকারীদের ছাড়া আমাদের ক্লাবটি একেবারেই অচল, এজন্যেই আমাদের ক্লাবের সদস্য হিসেবে আছেন উইল হনিকম্ব। সময় হিসেব করলে তিনি তখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত থাকার কথা কিন্তু তিনি নিজের সম্পর্কে সচেতন আর ভাগ্যটা তাঁর অনুকূলে থাকার কারণে বয়স তাঁর উপরে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। কপালে কুঞ্চন রেখা দেখা দেয়নি আর চিন্তা চেতনাও ততটা দুর্বল হয়নি। তিনি নারী মনোহরণ কাজকর্মে সর্বদাই তৎপর আর সে পর্যায়েই কথাবার্তা বলেন তিনি। তিনি মাঝেমধ্যেই জাঁকজমক পোশাক পরেন এবং মানুষ যেমন মানুষের কথা স্মরণে রাখে তিনি নিজের অভ্যাসটাকেই সেভাবে স্মরণে রাখেন। অতি সহজেই হাসেন তিনি এবং সবার সাথে হাসি নিশ্রিত সুরে কথা বলেন। তিনি ফ্যাশন জগতের সাজসজ্জার ইতিহাস ভালো অবগত, কোনো ফরাসি রাজা কিংবা তাঁর কোনো অমাত্যের অনুকরণ করে আমাদের দেশের রমণীকুল চুল বাঁধেন কিংবা মাথায় ক্যাপ পরেন সব বলে দিতে পারেন, আর তাঁর সব কথাবার্তাই নারী বিষয়ক। তাঁর বয়সী অন্য দেশের কোনো মন্ত্রী কোনো বিষয়ে কি বলেছেন কখন তিনি সব গড়গড় করে আউড়ে যান। তিনি বলতে পারেন মনমাউথের ডিউক যখন মঞ্চে নৃত্য করছিলেন তখন এক মহিলা তাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন পরে সে মহিলাকে তিনি তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এই সব নানা কথা আর কি। এ কারণে এই ডিউকের প্রতি হয়তো কেউ সমবেদনা প্রকাশ করেছিল, কেউবা তাঁকে পাল্টা আঘাত করতে চেয়েছিল কেউ কেউ আবার তাঁর পক্ষ নিয়েছিল, তার এই আলোচনা সবার মাঝে কিছুটা প্রাণ সঞ্চার করত, কিন্তু আমি এ আলোচনায় নিজেকে জড়ানোর কোনো কারণ খুঁজে পেতাম না। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতেন, আর তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন একজন নিরেট ভদ্রলোক হিসেবে।

আমি এরপর যার কথা বলব, এটা বলতে আমি চিন্তা করছি যার সম্পর্কে বলতে চাই তার বিষয়ে কোনো কিছু বলা সঠিক হবে কিনা। কারণ তিনি মাঝেমধ্যে আমাদের সাথে উপস্থিত থাকেন। আর তিনি এলে সবাই নিজেদের ধন্য মনে করে। তিনি একজন ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক এবং শিক্ষিত জন; অভিজাত বংশে জন্ম, সহজ সরল জীবন যাপন করতে আগ্রহী। তিনি গির্জার নিয়ম-কানুনগুলো মানেন না এবং গির্জা থেকে যে দায়িত্ব তাঁকে দেখা হয় তিনিও তা পালন করেন না ঠিক মতো, তিনি কোর্টে উপস্থিত থাকতেন একজন সাধারণ পরামর্শদাতা হিসেবে কিন্তু ওকালতি করতেন না। তাঁর মহতী চিন্তা চেতনা আর বিচারবুদ্ধির কারণে তাঁর অনেক ভক্ত তৈরি হয়েছিল। তিনি কোন রকম প্রাক প্রসঙ্গ ছাড়াই তাঁর বক্তব্য দেয়া শুরু করতেন, আমরা তাঁকে অনেক দিন হতেই জানি বলেই তাঁর এই আকস্মিক বাণীর ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে সমস্যা হতো না। তাঁর কথাবার্তায় একটা স্বর্গীয় আবহ বিরাজ করত, ভাবটা

এ রকম যে তাঁর এই পৃথিবীর প্রতি কোনো মোহ নেই, মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ হতেই তিনি নব জীবনের মালমশলা খুঁজে নেবেন। এরাই হলো আমার সাধারণ বন্ধুজন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক রিচার্ড স্টিল 'তাঁর সময়ের' স্পেক্টেটর ক্লাবের প্রসঙ্গ নিয়ে 'Of the Club' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। প্রাবন্ধিকের কথিত ক্লাবের প্রথম সদস্য হচ্ছেন অভিজাত বংশের একজন ব্যারোনেট, নাম রজার ডি কভারলি। প্রাবন্ধিক স্টিল তাঁর বংশগত আভিজাত্যের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন একটি গ্রাম্য নৃত্যের উদ্ভাবন করেন যে নৃত্যের নামকরণ হয়েছে তাঁর পিতৃপুরুষের নামেই। রজার ডি কভারলি তাঁর এলাকায় একজন সুপরিচিত ভদ্রলোক এবং যথেষ্ট জনপ্রিয় মানুষ, কোনো প্রথাতে তিনি বিশ্বাসী নন, চিরকুমার তিনি, লোকে বলে, তিনি নাকি এক রূপসী বিধবার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চিরকুমার ব্রত পালন করছেন। এটি ঘটার আগে তিনি একজন মানী ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেক অভিজাত ও মানী ব্যক্তিদের সাথে নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ পেতেন। রূপসী বিধবার নিকট হতে কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁর মেজাজ কিছুটা বিগড়ে যায়, এবং একবার একজন তাঁকে খোকাবাবু বলাতে তাকে কফি হাউস হতে বাইরে ছুঁড়ে মারেন। সবশেষে তিনি মেয়েটির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। স্টিলের ভাষায় তিনি একজন সত্যিকার মানব প্রেমিক।

ক্লাবের পরবর্তী সদসও একজন চিরকুমার, আইন সম্পর্কে যথেষ্ট জানাশোনা। তিনি আবার শিল্প সাহিত্যের উপরও পড়াশোনা করতেন। গির্জার ফাদারও তাঁর কাছ থেকে আইন বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এই চিরকুমার সদস্যের আবার থিয়েটারের নেশা ছিল। তিনি যথাসময়েই স্থানীয় থিয়েটার মঞ্চের সামনে পৌছে যেতেন।

আরেকজন সদস্য ফ্রিপোর্ট, লন্ডনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী, যিনি সমুদ্রকে বৃটিশদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করেন। তিনি আলসেমি পছন্দ করেন না। যথেষ্ট উদার মানুষ, বুদ্ধিজীবীর মতো কথা বলেন, কী করে পয়সা জমিয়ে ধনী হওয়া যায় সে জ্ঞান দানে তিনি ক্লান্তিহীন।

এরপরেই আছেন ক্যাপ্টেন সেন্ট্রি, খুবই সাহসী মানুষ, ভদ্রজন, তিনি নিজেকে জাহির করতে লজ্জা পান, যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি কখনো কারো প্রতি অভিযোগ করেন না, মনে হয় তিনি এ জগতের কেউ নন।

প্রাবন্ধিক একটু পরিহাস ছলে আরেকজন সদস্যের প্রসঙ্গ এনেছেন, প্রাবন্ধিক বলেছেন, 'বীর এবং আনন্দ প্রদানকারী ব্যক্তি ছাড়া ক্লাবটাই যেন সারশূন্য, এ কারণে তিনি উইল হানিকম্ব নামের একজন বীর সদস্যের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। এই বীর আবার রমণীদেরকে সহজে মজাতে পারেন, যথেষ্ট শক্ত সমর্থ মানুষ, তাঁর সব কথাবার্তা নারী কেন্দ্রিক, একদা এক অনুষ্ঠানে একজন ডিউক নাচার সময় এক মহিলাকে অসাবধানতাবশত এক মহিলাকে ল্যাং মেরে আঘাত দিয়েছিলেন এটা খুব রগড় করে বলতেন। তাঁর আলাপ আলোচনায় সর্বদা একটা আদিমতা প্রকাশ পেত। নারী বিষয়ক আলোচনায় তিনি একেবারে ক্লান্তিহীন ছিলেন।

অন্য আর একজন সদস্যের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক স্টিল কিছুটা দ্বিধা সংকোচে ভুগেছেন, অর্থাৎ তাঁর কথা তিনি বলবেন কিনা। এই সদস্য একজন ধর্ম প্রচারক, দার্শনিক চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ এবং একেবারেই সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তিনি গির্জার কিছু ফাঁপা নিয়ম-কানুন পছন্দ করতেন না। তাঁর মনটা ছিল মহৎ এবং তিনি ছিলেন একজন বিবেকী মানুষ, একটা স্বর্গীয় ভাব তাঁর মাঝে সর্বদা বিরাজ করত।

প্রাবন্ধিক রিচার্ড স্টিল তাঁর 'অভ দ্য ক্লাব' প্রবন্ধে তাঁর সময়কালের নানা শ্রেণির মানুষকে তুলে এনেছেন।

পরিহাস ছলে এসব মানুষের জীবনযাত্রা ও তাদের চারিত্রিক দিকগুলো পরিস্ফুটনের প্রয়াস পেয়েছেন। নানা শ্রেণির মানুষের মাঝেকার চিন্তা-চেতনা, সমাজে তাদের অবস্থান এবং সমাজে তাদের কী ভূমিকা এটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই সব ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ ক্লাবের সদস্যগণ সবাই তাদের যার যার মন মানসিকতার জগৎ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। স্টিল পরিহাস ছলে হলেও খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তাদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। মোট কথা স্টিল তাঁর সময়কালের একটি সাধারণ চিত্র তুলে আনেন সহজেই।

Sir Roger at Church

অনুবাদ: খুররম হোসাইন

মূল প্রবন্ধ

সোমবার, ৯ জুলাই, ১৭১১

"প্রথমে, অবিনশ্বর ইশ্বরের প্রার্থনার সাথে দেশীয় এই আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করি:

আমি সর্বদাই গ্রাম্য রবিবারের দিনে খুবই আনন্দ অনুভব করি, এবং মনে করি যদি সপ্তম দিনটি মানসিক পবিত্রতার নিয়ম নীতিকে ধারণ করে, এটি হয়ে উঠবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং মানব সভ্যতাকে সভ্য এবং সংস্কৃতিবান করে তুলবে। এটি নিশ্চিত যে, গেঁয়ো মানুষেরা এক ধরনের অসভ্যতা ও বুনো পর্যায়ে পতিত, সেহেতু তাদের আলোকোজ্জ্বল দিনে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেখানে পুরো গ্রামের মানুষেরা একত্রিত হবে তাদের পবিত্র সুন্দর মুখ এবং পরিচ্ছন্ন অভ্যাস নিয়ে, কথাবার্তা বলবে একে অপরের সাথে গতানুগতিক বিষয় নিয়ে, ব্যাখ্যা করে শোনানো হবে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে এবং একসাথে মিলিত হয়ে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করবে মহান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। পুরো সপ্তাহের নিষ্ক্রিয় দিনগুলোর মাঝে একমাত্র পরিচ্ছন্ন দিন রবিবার, এটি তাদের মনে শুধু ধর্মীয় আদর্শের নব তেজেরই প্রকাশ ঘটায় না কিন্তু এটি নারী পুরুষ উভয় পক্ষেরই অমায়িক ভাবের প্রকাশ ঘটায় এবং সব ধরনের বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়ে গ্রামের মাঝে তাদেরকে প্রকাশযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করে। গির্জার অঙ্গনে একজন গ্রামের সদস্য যথেষ্ট সম্মানিত জন, নাগরিকেরও যতটা সম্ভব রূপ বদল ঘটে এখানে, গির্জার ঘণ্টা বাজার পূর্বে কিংবা ধর্মীয় বক্তৃতার পর এখানে স্বাভাবিকভাবেই গির্জা অঙ্গনের সকল রাজনৈতিক আলোচনা চলে।

আমার বন্ধু স্যার রজার একজন উত্তম যাজক। গির্জার ভেতরের অংশ তিনি বাইবেলের নির্বাচিত শোক উৎকীর্ণ করে সজ্জিত করেছেন নিজের পছন্দ মতো। তিনি তাঁর পছন্দমাফিক উত্তম বস্ত্র দ্বারা বেদীর ঢাকনা দিয়েছেন এবং প্রার্থনা সভায় যোগদানকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট বসার টেবিলের চারপাশ নিজ খরচে রেলিং দ্বারা ঘেরাও দিয়েছেন। তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, তার গির্জার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ খুবই অনিয়মিত, তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া আছে, একত্রে নতজানু হয়ে জবাব দান করার জন্য, সে সদস্যদের প্রত্যেককে দিয়েছে একটি বসার কুশন এবং প্রার্থনা পুস্তক এবং একই সময়ে নিযুক্ত করেছে একজন ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীত শিক্ষক। এ বিষয়ে তিনি পুরো গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা সঙ্গীতের সঠিক সুরটি শেখান, যা দ্বারা সভ্যগণ ইতিমধ্যেই নিজেদের যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলেছে এবং আমার জানা মতে, সত্যিকারভাবেই সারা দেশে এটি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি সর্বদাই সঠিক নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা রাখেন এবং হঠাৎ করেই তিনি তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে সাময়িক বিরতির কালে অবাক হয়ে দেখেন কেউ ইচ্ছাপীড়িত হয়ে তার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা এবং তাকে জাগানোর জন্য তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে নজর দেন এবং যদি দেখেন কেউ ঝিমাচ্ছে, হয় নিজে তাকে ঘুম থেকে জাগান

কিংবা পরিচারক পাঠান তার নিকটে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি পুরোনো নাটইসুলভ ভাবের প্রদর্শন ঘটান। কোনো কোনো সময় তিনি দীর্ঘসময় ধরে প্রার্থনা সঙ্গীত কবিতার মতো আবৃত্তি করেন, আধমিনিট সমাবেশকে বিরতি প্রদান করে আবার শুরু করেন, কোনো কোনো সময় তিনি নিজে ঐশ্বরিক আবেগে আপ্লুত হন, তিনি তিন-চারবার প্রার্থনার মতো "আমেন শব্দ উচ্চারণ করেন, কোনো সময় তিনি উঠে দাঁড়ান যখন সবাই হাঁটু পেতে বসে থাকে, গণনা করে দেখেন কোনো সদস্য সরে গেছে কি না।

আমি গতকাল আমার পুরোনো বন্ধুর বিচারকার্য দেখে অবাক হলাম। বিচারসভার মধ্য থেকে তিনি জন ম্যাথু নামের একজনকে ডাকলেন এবং তাকে বলা হলো সে কী করছে সেখানে, আর সে কেন বিচারসভায় কোনো ঝামেলা না করে। আপাতদৃষ্টিতে জন ম্যাথু একজন নিষ্কর্মা মানুষ, বিচারসভা চলাকালে সে নিজের পায়ের গোড়ালি মাটিতে ঠুকে নিজে নিজেই কিছুটা আনন্দ উপভোগ করছিল। ম্যাথুর অদ্ভুত কর্মকাণ্ড তার জীবনের সাথে মিশে ছিল এবং তা গির্জা শাসিত অঞ্চলের মানুষদের মাঝে যথেষ্ট আনন্দ দান করত। প্রশাসন এ বিষয়টি অবলম্বন করে তার ক্ষমতা জাহির করার প্রয়াস পেল। সে যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত ও ভদ্র না হলেও সর্বদা একটা লাস্যময় আচরণ তার মাঝে প্রকাশ পেত, পাশাপাশি সে ছিল মোটামুটি জ্ঞানী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী। তার বন্ধুদের চোখে ত্রুটির চাইতে তার সদা লাস্যময় সরলতার ঔজ্জ্বল্যের আভাটিই বেশি প্রকটিত হত।

যখনি ধর্মীয় বক্তৃতা শেষ হলো, স্যর রজার বাইরে বের না হওয়া পর্যন্ত কেউ এক পাও এগুতে সাহসী হলো না। নাইট তাঁর পূর্ব পাশের নির্দিষ্ট বেদী হতে অবতরণ করে তাঁর অধীনদের সারির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন এবং দুপাশ থেকে সবাই তাঁর সম্মানে মাথা নত করল। আর ঠিক এ সময়েই খোঁজ পড়ল কার স্ত্রী কিংবা মা কিংবা পুত্র অথবা পিতা গির্জায় অনুপস্থিত। যারা অনুপস্থিত তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর তিরস্কার বর্ষিত হলো এটি বোঝা গেল।

পারিবারিক যাজক আমাকে প্রায়ই বলতেন, গির্জার প্রশ্নোত্তরের দিনটিতে কোনো বালকের কাছ থেকে সঠিক জবাব পেলে স্যর রজার খুবই খুশি হতেন, বালকটিকে উৎসাহ দেয়ার জন্য তিনি পরদিন নির্দেশ দিতেন তাকে একটি বাইবেল দেয়ার জন্য, আবার কখনো এর সাথে তিনি বালকটির মাতার জন্য লবণ দ্বারা জারিত শূকরের মাংসও দিতেন। স্যর রজার অনুরূপ কারণে বছরে পাঁচ পাউন্ড গির্জার কেরানির হাতে অর্পণ করতেন যুবক সদস্যদের উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে গির্জার কাজে উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করার জন্য। এরকম প্রতিশ্রুতি থাকত যে, বর্তমান যাজক ইন্তেকাল করলে সদস্যদের মধ্যে যিনি বয়সে প্রবীণ মেধা অনুসারে তিনিই এ পদ অলংকৃত করবেন।

খুবই চমৎকার সমঝোতা ছিল স্যর রজার এবং তার অধীন যাজকদের মধ্যে, তাঁদের মধ্যে চমৎকার ঐক্যমত বিরাজ করত যা ছিল উল্লেখ করার মতো। দূরবর্তী একটি গ্রাম দলাদলি ও কলহের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সে স্থানে জেলার সবচেয়ে বড়ো জমিদার ও স্থানীয় যাজকদের মাঝে কলহ দানা বেঁধে উঠল, সে চিরস্থায়ী একটা বিবদমান অঞ্চলে বাস করত। যাজক সর্বদা জমিদারকে ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন আর জমিদার প্রতিহিংসাবশত গির্জায় অনুপস্থিত থাকতেন। জমিদার তাঁর সকল প্রজাকে নাস্তিক এবং সুদ আদায়কারী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। যখন তাদের মাঝে উপদেশমূলক বক্তৃতা প্রদান করতেন এবং নির্দেশ দান করতেন তখন তাদের প্রভুর চাইতে যাজককে উত্তম মনে হতো। সহজ বিষয়টি দ্রুত মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করল। জমিদার বছরের অর্ধেক সময় তাঁর গৃহে কিংবা গির্জায় প্রার্থনা হতে বিরত থাকলেন। এরপর যাজক তাঁর প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করলেন যে, যদি সে তার ত্রুটি সংশোধন না করে তাহলে তিনি তার বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হবেন।

সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতিই এই, যেটি গ্রামাঞ্চলে বেশি দেখা যায়, যা সাধারণ মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। সে বিত্তের আভিজাত্যে আলোকিত, পাওনা আদায়ের স্বার্থে জনগণের সাথে একটা সাময়িক বোঝাপড়া করে বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো, তারা খুব কমই যেকোনো সত্যকে ভেতরে লালন করে। যখন ওরা জানবে বছরে পাঁচশত পাউণ্ড আয়ের আলাদা মানুষ তারা, তারা তো এসবে বিশ্বাস করবে না।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক জোসেফ এডিসন তাঁর "Sir Roger at Church" প্রবন্ধে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ স্তরের মানুষদের পবিত্র রবিবারে গির্জায় আগমন এবং তাদের যাজক স্যার রজারের সাথে তাদের প্রার্থনায় যোগসহ নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি খুবই তাৎপর্য সহকারে তুলে ধরেছেন।

প্রাবন্ধিক এখানে প্রথমেই তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, তিনি প্রতি রবিবারেই খুবই উৎফুল্ল বোধ করেন, তাঁর আনন্দ এ কারণে যে, প্রতি রবিবারে গ্রামীণ সাধারণ মানুষ গির্জায় যোগদান করে প্রার্থনা সভায় মিলিত হয়ে তাদের মনের আবিলতাকে ঝেড়ে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রাবন্ধিক এটা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত যে, এই সব গেঁয়ো মানুষদের পুরোপুরি আলোর রাস্তায় আসা সম্ভব নয়, তবে লেখক মনে করেন তারা যে প্রতি রবিবার এক সাথে মিলিত হয়ে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে একে অপরের সাথে নানা গতানুগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং এক সাথে প্রভুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এটাই একটা বড়ো ব্যাপার।

লেখক তাঁর বন্ধু স্যার রজারের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন এখানে। তিনি মনে করেন তাঁর বন্ধু রজার একজন উত্তম যাজক। তিনি গ্রামীণ গির্জাটাকে তাঁর মনের মতো করে সাজিয়েছেন, নানা জায়গায় তিনি বাইবেলের শ্লোক উৎকীর্ণ করেছেন, উত্তম বস্তু দ্বারা বেদীর ঢাকনা তৈরি করেছেন। যাজকের মনে দুঃখ এটাই গ্রামীণ মানুষেরা গির্জায় খুবই অনিয়মিত, যদিও তিনি প্রত্যেকের জন্য একটি কুশন এবং একটি প্রার্থনা পুস্তক তুলে দিয়েছেন আর একজন সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান শেখানোর জন্য। অবশ্যই তা প্রার্থনা সঙ্গীত। স্যর রজার গির্জায় তাঁর বক্তব্য প্রদান করার সময় সদাসতর্ক, কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা এটাও তিনি লক্ষ করেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা জানান এবং সে সময় তিনি রীতিমতো আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, গির্জায় কেউ কোনো নিয়ম-নীতি বিরোধী কাজ করলেও স্যর রজার তার বিচার করে থাকেন। গির্জায় ধর্মীয় বক্তৃতা শেষ করে তিনি বাইরে বের না হওয়া পর্যন্ত কেউ বাইরে বেরুতে পারে না। যদি কোনো ব্যক্তি গির্জায় অনুপস্থিত থাকে তাহলে স্যর রজার তাঁর উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।

স্যার রজার শিশুদের ধর্ম শিক্ষার প্রতিও খুবই মনোযোগী। গির্জায় যে দিন প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে সেদিন যদি তিনি কোনো বালকের নিকট হতে সঠিক উত্তর পান তাহলে তিনি খুবই খুশি হন এবং এর জন্য তিনি বালকটির মায়ের জন্য লবণ জারিত মাংস পাঠিয়ে দেন। আর তিনি সর্বদা কামনা করেন গ্রামের যুবকেরা যেন ধর্মীয় মন মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠে। তিনি চান তাঁর অনুপস্থিতিতে এ যুবাদের মধ্য থেকে মেধাসম্পন্ন কেউ যেন এ কাজে যোগদান করে। এখানে প্রাবন্ধিক একটা মজার বিষয় তুলে ধরেছেন। তা হলো গির্জার যাজকের সাথে স্থানীয় এক জমিদারের ঠান্ডা লড়াই। যাজক মহোদয় সর্বদা জমিদারকে মহৎ উপদেশাবলি প্রদান করতেন কিন্তু জমিদার গির্জায় সর্বদা অনুপস্থিত থাকত। যাজকের ধারণা জমিদার গির্জায় আগমনকারী সাধারণ মানুষদের টাকা প্রদান করে সুদ দানে উৎসাহিত করে নাস্তিক বানাচ্ছে। শেষে যাজক জমিদারকে এই বলে হুঁশিয়ারি দিলেন, জমিদার গির্জার আদেশ না মানলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মোট কথা প্রাবন্ধিক এডিসন তাঁর এ প্রবন্ধে গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের ধর্ম বিশ্বাস এবং একজন স্থানীয় গির্জার যাজকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিশেষ করে মানুষদের ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা, অন্যদিকে স্থানীয় বিত্তশালী ও জমিদারদের পারলৌকিক চিন্তা চেতনায় অবিশ্বাস এবং গির্জাকে পাশ কাটানোর দিকটি খুবই স্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

His Account of his Disappointment in Love

অনুবাদ: ড. রুহুল আমীন

শব্দার্থ

severity – তীব্রতা
revive – পুনরুজ্জীবিত করা
carve – খোদাই করা, কাটা
affiction – দুর্ভোগ, দুঃখ
discourse – আলোচনা, বিতর্ক
industriously – কষ্ট সহকারে
pause – বিরতি দেয়া
cheerful – উৎফুল্ল
affected – ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল
ancestors – পূর্ব পুরুষগণ
sheriff – নগর পিতা
bitted – ঘোড়ার মুখে লাগানো নিয়ন্ত্রক বস্তু
assaize – বিচার সভার অধিবেশন
countenance – মুখ বা মুখভঙ্গি
murrain – শপথ, অভিসম্পাত
booby – বোকা
captivated – বন্ধি হওয়া
partiality – পক্ষপাতিত্ব
frivolous – চটুল, চপলমতি
confidant – বিশ্বস্ত জন
maxims – স্বতঃসিদ্ধ কথা, প্রবাদ বাক্য
billets – চিরকুট বা নোট
accomplished – সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ
tamest – সবচেয়ে ভদ্র, শালীন
rallied – উত্ত্যক্ত করা (অতীতকালে)
liveries – পোশাক-আশাক
retinue – অনুগামী দল
inflame – জ্বালা ধরানো, আগুন লাগানো
votaries – অনুসারী, সমর্থক
malicious – ঈর্ষাকাতর
meditate – ধ্যান করা
casuists – তার্কিক, দার্শনিক
barbarity – বর্বরতা
sphynx – অর্ধেক নারী দেহ, অর্ধেক সিংহের দেহ বিশিষ্ট কাল্পনিক প্রাণী
converse – কথোপকথন করা
credibly – বিশ্বস্তভাবে
tansy – একধরনের সুস্বাদু খাবার
angelic – ফেরেশতার মতো
inimitable – অননুকরণীয়
rave – উচ্চস্বরে এলোমেলো কথা বলা
insensibly – বুদ্ধিহীনের মতো
inconsistency – অসংলগ্নতা
Martial – ল্যাটিন কবি (৪৩–১০৪ খ্রিষ্টাব্দ)
epigram – সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য

মূল প্রবন্ধ

আমার সঙ্গী, বন্ধু যাদের সঙ্গে অধিকাংশ সময়ে আমার উঠাবসা তাদের মধ্যে স্যার রজারের কথা আমি আগেই বলেছি—তাঁর মনোকষ্টের কথা, বিশেষত যৌবনে তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা, যে অভিজ্ঞতা প্রায় ব্যর্থতারই অভিজ্ঞতা। আজ বিকেলে আমরা সবাই মিলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, বাড়ি থেকে বেশ দূরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম, ভারি মজা হয়েছিল। প্রসঙ্গটা যখন এল তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চারদিক তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "ব্যাপারটা হলো কী, আমার কোনো জমিই আমি এমন কাউকে বন্দোবস্ত দিতে পারি না, যে আমার সাথে এমন অসদাচরণ করেছে, বিশেষত সেই বিকারগ্রস্ত বিধবাকে তো নয়ই। সারাটা পথ হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা বৃক্ষ শাখাও দেখলাম না যা দেখে একটু বাসন্তী পুলক স্মরণে আনতে পারি অথচ এসব বৃক্ষের অনেকগুলোর গায়েই একদা আমি তার নাম লিখে রেখেছিলাম। শুধু তিক্ততার কথাই মনে আসে। মহিলার উন্মুক্ত হাতটি ছিল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর হাত। আর জানেন, এই জায়গাটাতে এসেই আমি মহিলাটির কথা বেশি ভাবতাম: আর তাই এখানে এলেই তার কথা খুব করে মনে পড়ে, মনেহয় আমি যেন তাকে নিয়েই বৃক্ষ ছায়ায় হাঁটছি সত্যি সত্যিই।

এমন বোকা ছিলাম আমি, অনেক গাছের বাকলের উপর আমি তার নাম কেটে লিখেছিলাম। প্রেমে পড়লে পুরুষদের এমনি দুবাবস্থা হয়; যতই প্রেমিকাকে ভুলতে চাইবে, ততই গভীর করে তার নাম মনে দাগ কাটবে। মানতেই হবে, জগতের সুন্দরতম হাতটি ছিল মহিলারই।"

তারপর গভীর নীরবতা; আমার বন্ধুকে এমন প্রাণখোলা কথা বলতে দেখে আমি মোটেও বিব্রত বোধ করিনি, আগে এসব কথা আমার বন্ধু সযত্নে এড়িয়ে যেত। দীর্ঘ দিন পর আমার বন্ধু তার জীবনের একান্ত গোপন একটি বিষয় এমনভাবে বর্ণনা করল, যাতে তার সম্বন্ধে আগে আমি যে ধারণা পোষণ করতাম, তা পুরো বদলে গিয়ে, তাকে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ মনে হলো, তার আগের কথা, কাজ ভুলে তাকে একজন প্রফুল্ল মনের মানুষ মনে হলো আমার। তিনি বলেই চললেন:

"আমার বাইশ বছর বয়সে আমি আমার জমিদারি তদারকির দায়িত্ব পাই, আমি ঠিক করলাম পূর্ব পুরুষদের মতোই আমি আমার জমিদারির সুযোগ্য পরিচালনায় মন দেবো। তাদের মতোই অতিথিপরায়ণ, সৎ প্রতিবেশী হবো, আমার সুনামের স্বার্থে। আর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গ্রামীণ খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করব। তেইশ বছর বয়সে এলাকার শেরিফ নির্বাচিত হয়ে কৃতার্থ বোধ করলাম।

আর আমার গৃহকর্মী, সহকারীর বিরাট বহরে এমন মনোভাবের জন্ম দেবো, যাতে তারা তাদের অল্পবয়স্ক মনিবকে সদাচারী, পরোপকারী হিসেবেই পায়। তুমি নিজেই কল্পনা করতে পারো, আমার চেহারাটা মন্দ না: লম্বা, সুদেহী, সুবেশী, দক্ষ অশ্বারোহী। অনেকের মাঝেই নজরে পড়ি। এলাকার সবচেয়ে ভালো সঙ্গীত বোদ্ধা, হ্যাটে পালক লাগানো, সবচেয়ে ভালো অশ্বের মালিক সেও তো আমিই। তবে হলফ করে তোমায় বলছি, ঘোড়ায় চেপে যখন কোনো সালিশি সভায় যোগ দিতে যেতাম তখন সব বারান্দা থেকে সব জানালা থেকে সব কৌতূহলী চোখ আমাকে বিব্রত করত। কিন্তু বিচার সভায় পৌঁছে দেখতাম অতি সুন্দরী এক বিধবা তার যৌতুক সম্পর্কিত বিচার প্রক্রিয়া শুনছে। এই সুন্দরী মহিলাটির (যার জন্মই হয়েছিল বোধ হয়, তার উপর যার নজর পড়বে তাকেই ধ্বংস করার জন্য) অবয়বে এমন একা ভাবলেশহীন প্রকাশ ছিল যা দেখে উপস্থিত সবার দৃষ্টি তার উপর আরো বেশি করে পড়ত, আর সবাই কেমন উসখুস শুরু করত, আর ফিসফিস করে কথা বলত। আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি, সব দৃষ্টিই তার উপর নিবদ্ধ হতো, আর মহিলাটি অস্বস্তিবোধ করত সংক্রামক সেই দৃষ্টিতে। অবশেষে মহিলাটি তার মোহনীয় দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকালেন। আমিও তার চোখে চোখ রাখলাম আর বিস্মিত হয়ে বোকার মতো মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানালাম। আর যখন জানলাম তার মামলাটি দিয়েই বিচার কাজ শুরু হচ্ছে তখন নেহাৎ মূর্খের মতোই বলে উঠলাম, "বিবাদীর সাক্ষীদের কথা শোনা হোক।" আমার হঠাৎ চিৎকারের ফলে বিচার সভার সকলে তার প্রতি দুর্বল হলো, এমনকি শেরিফ মহোদয়কেও দেখলাম যেন মহিলার প্রতি বেশ অনুরক্ত। তার বিচার চলাকালীন সময়ে মহিলা বেশ সংযত ছিলেন, ফলে, তার আইনজীবীর হাতে দ্রুত চিরকুটগুলো পৌঁছাতে থাকল, সমগ্র বিচার সভা যেন মহিলার দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল। এত অতি আগ্রহে মহিলা বিব্রত বোধ করছিলেন। শুধু সমগ্র বিচার সভা নয়, আমি নিজেও বোধ হয় মহিলার দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছিলাম: মহিলার প্রতিপক্ষ আর তেমন কিছু বলতেই পারল না, দাঁড়াতেই পারল না, বিচার সভায় উপস্থিত সকলেই মহিলাটির প্রতিপক্ষের সব কথা মূল্যহীন মনে করল। মহিলাটির আইনজীবীকেও তেমন কিছু বলতে হলো না, তার যা বলার কথা তার অর্ধেকও বলতে হলো না। এই রহস্যময় মহিলাটি এমন ধূর্ত মহিলাদের দলে, যারা পুরুষদের প্রশংসা কুড়িয়েই আনন্দ পায়, এর বেশি পুরুষদের আগাতে দেয় না। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই, মহিলার স্তাবকের সংখ্যা এত বেশি যে মহিলা সময় বুঝে স্তাবক-দল বদল করেন। মহিলা বিদুষী আর চৌকষ, তাই বেশ দক্ষতার সঙ্গেই তার স্তাবক গোষ্ঠী বদল করে বেশ মজা পান। প্রায় সময়ই মহিলা তার অনুচর দল নিয়ে চলেন, তাদের কাছেই পুরুষ জাতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন আর সে কারণে পুরুষ সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণার বাইরে গিয়ে, প্রেমে আগাতে পারেন না।

"তবুও বলব, এই মহিলা আমাকে অন্য পুরুষের চেয়ে ভিন্নভাবেই নিয়েছিলেন, এমন কথাও বলেছিলেন, স্যার রজার ডি কভারলি হচ্ছেন এ এলাকার সবচেয়ে শান্ত ও ভদ্র মানুষ, বাকি সব অভদ্র, বন্য। কথাটি এমন একজন লোক বলেছিল, যে ভেবেছিল, কথাটি বলে সে আমাকে উত্ত্যক্ত করছে। কিন্তু আমি এটুকু তথ্যেই এত উৎসাহিত বোধ করলাম যে, আমি নতুন জামাকাপড় বানিয়ে ফেললাম, নতুন জুড়ি গাড়ি বানালাম, ঘোড়াদের প্রশিক্ষিত করলাম এবং বেড়াবার ছলে মহিলাকে এসব আড়ম্বর দেখাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। যখন ভাবলাম আমার সব আড়ম্বরের প্রস্তুতি শেষ, তখন যৌবনের ধর্মানুসারে অতি উৎসাহে আর আমার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে একদিন মহিলার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মহিলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছিল এমন যাতে করে যে-কোনো পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে কিন্তু

তার প্রতি সম্ভ্রমবোধ হারাবে না। আর এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করার উপযোগী জ্ঞান, বুদ্ধি আর সদাজাগ্রত মহিলা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই রপ্ত করছেন, অনেক দক্ষ জনের চেয়েও দক্ষতায় অর্জন করেছেন। তদুপরি, নারীকুলে তিনি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। তার চোখের মোহিনী চাহনি, রূপ তুলে ধরার কৌশল কেউ ধরতে না পারলেও তার সাধারণ রূপই যে-কোনো পুরুষকে মোহিত করবে। আর যদি তার পূর্নাবয়ব তুমি খুঁটিয়ে দেখো, দেখবে তার রূপ যেমন আকর্ষণীয় তেমন তার চলা, বলা, আচরণে আছে একটা মর্যাদাশীলতা। রূপে তার তুমি মোহিত হলেও আচরণে ভীত হবে। আর মহিলা এত বেশি বিদুষী যে, এলাকার যে কোনো ভদ্রলোক মহিলার সাথে কথা বলে, নিজেকে হাসির পাত্র বানাতে বাধ্য হবে। আমি যখন মহিলার বাড়িতে গেলাম, তার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলাম, আমি চূড়ান্ত ভদ্রভাবে নিজেকে উপস্থাপনের মহিলাও এমনভাবে উপস্থিত হলেন, তাতে এমন বিস্ময় ও সম্ভ্রম বোধের প্রকাশ ছিল যে, আমি প্রায় নির্বাক হয়েই তার দিকে এগিয়ে গেলাম। মহিলা আমার অবস্থাটা দ্রুত বুঝে নিয়ে, আরোপিত ভঙ্গিতে প্রেম ও সম্মান নিয়ে আলাপ করতে শুরু করে, প্রকৃত প্রেমিক ও যারা প্রেমের ভান করে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে মগ্ন হলেন। এসব বিষয়ে আমার জ্ঞান, যে-কোনো ইউরোপীয় দার্শনিকের তুলনায় কম ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। আলোচনার এক পর্যায়ে মহিলা এসব বিষয়ে আমর মতামত জানতে পেরে এত খুশি হয়েছেন যে, তিনি আমার মতটাই গ্রহণ করবেন কিনা ভাবছিলেন। তার বিশ্বস্ত অনুচর তার পাশেই বসেছিল, আমার নিঃসঙ্কোচ কথা বলার ভঙ্গি দেখে সে ঈর্ষাকাতর অনুচর মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, এ বিষয়ে স্যার রজারের বক্তব্যের ক্ষণিক বিরতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে, স্যার রজার আবার বলতে শুরু করলে এ বিষয়ে তার চূড়ান্ত মতই দেবেন। তারা দু'জনই গম্ভীর মুখে বসে থাকলেন। আমি আধ ঘন্টা বসে থেকে ভাবলাম, কী করে এই দুই দার্শনিকের মুখোমুখি হওয়া যায়, তারপর উঠে পড়ে বিদায় নিলাম। এ ভাবেই মহিলার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়ে গেল। তারপর প্রায়ই মহিলার সঙ্গে আলাপ হতো, মহিলা এমন অনেক বিষয়েই আলোচনা করতেন, যা আমি বুঝতাম না। তার বক্তব্যের দুর্বোধ্যতাই জগতের সুন্দরতম নারী থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়। এরকমই পুরুষদের সঙ্গে তার আচরণ। তার মন জয় করা ফিংসের মন জয় করার মতো তবুও তুমি তাকে ভালোবাসবে। তবুও তার সান্নিধ্য ও তার আলাপচারিতা যে-কোনো পুরুষ মানুষের জন্য আকর্ষণের বিষয় হতে বাধ্য। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, কোনো একজনের প্রতি সে নিবেদিত—কিন্তু শোনা কথার অর্ধেকও কি বিশ্বাসযোগ্য! শুনেছি মহিলা নাকি গানও ভালো গায়: এ কথাটি হয়তো সত্য, কারণ মহিলার কথাবার্তায়ই বুঝা যায়, তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুরেলা। একবার মহিলার সঙ্গে এক ভোজ সভায় একই টেবিলে খেতে বসেছিলাম, তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর পরই, আর জনসমক্ষে মহিলা আমার প্লেটে খাবার তুলে দিয়েছিলেন, তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর হাতে। আমি নিশ্চিত, একবার যদি তুমি তাকে দেখতে, তোমার দশাও আমার মতো করুণ হতো: যেমন স্বর্গীয় রূপ তার, তেমন সুরেলা তার কণ্ঠস্বর। আমি বোধহয় মহিলা সম্পর্কে এলোমেলো বলে ফেলছি, তবে এমন সুনিপুণা মহিলার সঙ্গে দেখা না হওয়া, কথা না বলার সুযোগ পাওয়া দুর্ভাগ্যই বটে। অদ্ভুত এক অননুকরণীয় মহিলা সে, একই সাথে সব পুরুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

আমার বন্ধু উচ্চস্বরে অসংলগ্ন কথা বলে যাচ্ছিল, আর ওই মহিলার বাড়িতে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আমি অবশ্য জানি, আমার বন্ধুর অস্থিরতার কারণ ওই বিধবা মহিলার দর্শনাকাঙ্ক্ষা; যদিও আমার বন্ধু বেশ সংযমী স্বভাবের মানুষ, তবুও তার অবস্থাটা এমন অস্থির; মার্শাল যেমন বলেছিলেন 'dum facet hone loquitor' তার ইংরেজি অনুবাদটা বোধ হয় এরকম দাঁড়াবে 'নীরব থেকেও যেন মহিলাটির কথাই বলছে।'

সারসংক্ষেপ

জনৈক বিধবা মহিলার রূপের আকর্ষণ আর ব্যক্তিত্বের বিকর্ষণ কীভাবে স্যার রজার ডি কভারলিকে সঙ্কটে ফেলেছিল, বর্তমান নিবন্ধটি তারই বিস্তারিত বর্ণনাবাহী। বিধবা মহিলাটির অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা নিবন্ধটির প্রধান প্রতিপাদ্য। গদ্য রচনার সৌন্দর্যে, পাঠক বিধবা মহিলাটিকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে পারে। তার সাথে স্যার রজারের মনের অস্থির অবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র পায়।

Death of Sir Roger

অনুবাদ: ড. রুহুল আমীন

শব্দার্থ

departed – ত্যাগ করা।
chaplain – গির্জা প্রধান।
butler – পাকড়শী, রন্ধনকারী।
mention – নির্দেশ করা।
alteration – পরিবর্তন।
diminution – ছোটো করা, খাটো করা।
complaint – অভিযোগ
freize-coat – অতিরিক্ত ঠান্ডায় পরার মতো কোট।
fidelity – বিশ্বস্ততা।
legacy – উত্তরাধিকার।
charity – দানশীলতা।
peremptorily – অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।
steeple – উঁচু স্তম্ভ।
pall – কফিন ঢাকা দেবার কাপড়।
Sirloin – গরুর মাংস দিয়ে রান্না করা এক ধরনের খাবারের উপরিভাগ।
bequeath – উইল করে দান করা।
pearl – মুক্তা।
bracelet – হাতের অলংকার।
gelding – নির্বীয করা ঘড়া।
quorum – সভাসমিতিতে অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি।
estate – সম্পত্তি।
courteous – শিষ্ট, ভদ্র।
moan – বিলাপ করা।
dispute – দ্বন্দ্ব, সংঘাত।

মূল প্রবন্ধ

ডেথ অব স্যার রজার

বৃহস্পতিবার, ২৩ শে অক্টোবর, ১৭১২ সন

১. গত রাতে একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেয়ে আমরা সকলেই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। আমাদের পাঠকরাও সম্ভবত এই দুঃসংবাদে সমান শোকাহত হবেন। দুঃসংবাদটি হচ্ছে: স্যার রজার ডি কভার্লি মৃত্যুবরণ করেছেন। কয়েক সপ্তাহের অসুস্থতার পর তিনি তাঁর নিজগৃহে মৃত্যুবরণ করেন। স্যার এনড্রু ফ্রি পোর্ট এই মর্মে একটা চিঠি পেয়েছেন যাতে উল্লেখ আছে, সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে স্যার রজার্স তাঁর বিষয়-আশয় সম্পর্কে একটা উইল রচনা করছিলেন। বিষয়টি আমরা জানতে পাই স্যার রজারের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হুইগ দলীয় সদস্যের লেখা চিঠি থেকে। তাছাড়া স্থানীয় গির্জা প্রধান এবং ক্যাপ্টেন সেন্ট্রির কাছ থেকেও আমরা চিঠি পেয়েছি অবশ্য সেগুলোতে দুঃসংবাদটি ছিল না, ছিল শুধু বৃদ্ধ স্যার রজারের গুণ বর্ণনা। স্যার রজারের পাকড়শির কাছ থেকেও আমরা একই রকম চিঠি পেয়েছি। যখন আমি কিছুদিনের জন্য স্যার রজারের নিজ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম তখন ওই পাকড়শি আমার এত যত্ন নিয়েছিল যে সে আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তার চিঠিতেও স্যার রজারের মহত্ত্বের বর্ণনা আছে। পাঠকদের জন্য আমি সে চিঠিটির কোনোরকম সংযোজন বা বিয়োজন না করে হুবহু তুলে দিচ্ছি।

২. "মহোদয়,

যখন জানলাম আপনি আমার প্রভুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, আমি স্যার রজারের মৃত্যু সংবাদটি আপনাকে দেয়া জরুরি মনে করলাম। স্যার রজারের মৃত্যু সংবাদ তাঁর এলাকার সব মানুষকে গভীর শোকাহত করেছে, তাঁর দরিদ্র ভৃত্যদেরও শোকাহত করেছে গভীরভাবে। নিঃসন্দেহে আমরা আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম তাঁকে। আমার ধারণা স্থানীয় সরকারের গত অধিবেশনের সময়ই মৃত্যু তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, সে অধিবেশনে তিনি একজন

দরিদ্র বিধবার সম্পত্তি নিয়ে তাঁর প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশে উপস্থিত ছিলেন। আপনিতো জানেনই, আমাদের প্রভু স্যার রজার দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত দরদী ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাই দরিদ্র বিধবা ও তাঁর অনাথ সন্তানদের পক্ষে ন্যায় বিচার প্রত্যাশী ছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরেই স্যার রজার অভিযোগ করেন, তিনি তেমন ক্ষুধা বোধ করছেন না, মাংস খেতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর কিন্তু আপনি জানেন গরুর মাংসের তৈরি 'সিরলয়িন' ছিল তাঁর প্রিয় খাবার। তখন থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে যদিও খুশির ভাবটা তিনি ঠিকই বজায় রাখছিলেন। ঠিক এ সময়েই স্যার রজার সেই বিধবা মহিলা যার প্রতি স্যার রজার গত চল্লিশ বছর ধরেই দুর্বল ছিলেন তার কাছ থেকে একটা বার্তা পান, বার্তাটি ছিল মৃত্যুর পূর্বে প্রাপ্ত স্যার রজারের জন্য একটা খুশির চমক। ওই বিধবা মহিলাকে স্যার রজার একটা মুক্তার হার ও কিছু রূপার হাত-বালা দান করে যান। এসবই ছিল স্যার রজারের মার, পরে তার স্ত্রীর। আর স্থানীয় গির্জা প্রধানকে দিয়ে যান স্যার রজারের শিকারের সময় ব্যবহার করা সাদা ঘোটাটি, আর আপনার জন্য রেখে যান তাঁর সংগ্রহের সমস্ত পুস্তক। আরো দান করে যান স্থানীয় গির্জা প্রধানকে, সংলগ্ন জমিসহ চমৎকার একটি বসতবাড়ি। তাছাড়া যখন তিনি তাঁর উইলটি রচনা করেন তখন ছিল প্রচণ্ড শীত, তাই তিনি এলাকার প্রায় প্রত্যেক পুরুষকে প্রচণ্ড শীতে পরার মতো একটা করে কোট আর প্রত্যেক মহিলাকে ঘোড়ায় চড়ার উপযোগী একটা করে কালো জামা দান করেন। তার পরে যা করেন তা আরো শোকাবহ; তিনি তার সব গরিব ভৃত্যদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নেন, আমাদের বিশস্ত সেবার জন্য আমাদের প্রশংসা করেন, এ দৃশ্যে আমরা চোখের জল সংবরণ করতে পারছিলাম না; কান্নার আবেগে একটা কথাও বলতে পারিছলাম না। দীর্ঘ দিন তাঁর সেবা করে আমরা সবাই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম, তিনি আমাদের জন্য পেনশন ও এমন সম্পদের উত্তরাধিকারী করে যান যা দিয়ে স্বচ্ছন্দে আমরা বাকি জীবন কাটিয়ে যেতে পারব। তাছাড়া এমন অনেক সম্পদ তিনি দান করে গেছেন যা আমার সম্পূর্ণ জানা নেই; এলাকায় সবার মুখে মুখে শুনছি যে তিনি স্থানীয় গির্জার সামনে একটা মিনার তৈরি করার মতো অনেক টাকা দান করে গেছেন। স্থানীয় গির্জা প্রধান স্যার রজারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং স্যার রজার সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে গেলে তিনি না কেঁদে তা বলতে পারেন না। স্যার রজারের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কভার্লি পরিবারের পূর্বপুরুষদের নিকটেই সমাধিস্থ করা হয়, তাঁর পিতার কবরের বাঁ পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর ছয়জন প্রজা তাঁর কফিনটি বহন করেছিল এবং তাঁর ছয়জন ঘনিষ্ঠ সহচর তাঁর কফিনের উপরের আচ্ছাদনটি ধরেছিল। এলাকার প্রায় সব পুরুষ তাঁর দান করা শীত কোট পরে এবং প্রায় সব মহিলা তাঁর দান করা হুডটি পরে তার শবযাত্রায় সামিল হয়েছিল। তার ভ্রাতুষ্পুত্র ক্যাপ্টেন সেন্ট্রি এসব কিছুর নেতৃত্ব দেন। জীবিতাবস্থায় স্যার রজার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের হাত ধরে বলেছিলেন, সে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছে তা যেন সে যথাযথভাবে দেখাশুনা করে, দানশীল থাকে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্ভবত সে কাজ নিষ্ঠার সাথেই করছে, একটু বেশি কথা বললেও লোকটি আচরণে শিষ্ট। স্যার রজার যাদের খুব স্নেহের চোখে দেখতেন ক্যাপ্টেন সেন্ট্রিও তাই করেন এমনকি স্যার রজারের গৃহপালিত কুকুরটিরও যত্ন নেন। স্যার রজারের মৃত্যুর দিন কুকুরটি যে রকম অস্থির হয়েছিল তা দেখলে আপনিও বিচলিত বোধ করতেন। সেদিন থেকে কুকুরটি আর কোনোদিন স্বাভাবিক হয়নি, আমরাও না। সমগ্র ওয়েরচেস্টার এলাকায় এমন বেদনাবিধুর ঘটনা আর স্মরণকালে ঘটেনি। আপাতত এই হচ্ছে বৃত্তান্ত।

ইতি

মহোদয়, আপনার বেদনাহত ভৃত্য

এডওয়ার্ড বিস্কুট